ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার- ২৭
জিরানীয়া, ২২ আগস্ট, ২০২৫

জিরানীয়া কৃষি মহকুমায়ও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির সুফল পাচ্ছেন কৃষকরা

।। গৌতম দাস।।

ভারতের অর্থনীতির মেরুদন্ড হলো কৃষি। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কোটি কোটি কৃষক। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সম্মানজনক জীবন যাপনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চালু করে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প। দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদান, তারা যাতে বীজ সার কীটনাশক এবং অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত খরচ নির্বাহ করতে পারেন এবং ঋণের ফাঁদে পা না পড়ে সে লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পে দেশের সকল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই টাকা তিনটি কিস্তিতে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি-র মাধ্যমে সরাসরি পাঠানো হয়। যেসব কৃষকদের নিজস্ব কৃষি জমি আছে এবং যারা সক্রিয়ভাবে কৃষিকাজে যুক্ত তারাই এই প্রকল্পের আওতায় আসেন। জমির মালিকানা থাকতে হবে কৃষকের নামে।

ত্রিপুরা রাজ্যেও হাজার হাজার কৃষক এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। প্রতিটি কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষকরাও আজ নতুন আশার আলো দেখছেন। তাদের পরিশ্রমে আজ মাঠে সোনার ফসল ফলছে। তাদের সেই স্বপ্ন পূরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প। যা জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষকদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। তিনটি কিস্তিতে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ হস্তান্তরের ফলে কৃষকরা নিজেদের মতো করে বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে কৃষিকাজে আরোও মনোনিবেশ করতে পারছেন। বলা চলে, এই প্রকল্পের সুফল আজ শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তব চিত্রেও দৃশ্যমান। বহু কৃষক যারা পূর্বে অর্থাভাবে সঠিক সময়ে চাষ শুরু করতে পারতেন না, আজ তারা এই সহায়তাকে পুঁজি করে সময় মতো বিভিন্ন ফসল চাষ করতে পারছেন এবং ফলনও তুলনামূলকভাবে ভালো হচ্ছে।

জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাসের সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষকদের নাম নথিভূক্তকরণ, আধার সংযুক্তিকরণ, ব্যাঙ্কের তথ্য যাচাই প্রভৃতি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্টি হয়েছে স্বচ্ছতা। এই আর্থিক সহায়তা কেবল চাষবাসের খরচ মেটাতে নয়, কৃষকদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রকল্পটি যেন এক নীরব সহচর, কৃষকদের পাশে থাকা এক নীরব সঙ্গী। এই মুহূর্তে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত ৩ হাজার ৬৭৯ জন কৃষক সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধাভোগ করছেন। এই অর্থ সহায়তা চাষের মরসুমের শুরুতেই কৃষকদের মনে সাহস ও উদ্যমতা এনেছে। কৃষকরা এখন আর তেমন ঋণের বোঝায় জর্জরিত নন। বরং সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে, সময়মতো জমি প্রস্তুত করা, বীজ বোনা, সার দেওয়া, ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করছেন। এতে তাদের ফসলের উৎপাদন যেমন বেড়েছে, তেমনি উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে আয়ও বেড়েছে।

২য় পাতায় ***

এই প্রকল্পে কৃষি জীবনে এনে দিয়েছে নতুন গতি ও স্থিরতা। মোট ৩ হাজার ৬৭৯ জন কৃষকের মধ্যে জিরানীয়া ব্লক এলাকার ২ হাজার ১৬ জন কৃষক এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন। তাদের অনেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। বছরের পর বছর ধরে কৃষিকাজে লেগে থাকা এই মানুষদের কাছে এই অর্থ সহায়তা যেন নির্ভরতার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এছাড়াও জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার এক হাজার ৪৬৫ জন কৃষক এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই কৃষক পরিবারগুলো কৃষিকাজের পাশাপাশি বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে পেতে এই প্রকল্পের সহায়তায় আরও উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে রানীরবাজার পুর এলাকার ১৯৮ জন কৃষক এই সুবিধার আওতায় এসেছেন। এই অঞ্চলের কৃষকেরাও এখন আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আগ্রহী হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের সুফল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে প্রান্তিক কৃষকদের দুয়ারে। এমনই এক প্রান্তিক ও পরিশ্রমী কৃষক প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল। পেশায় তিনি মূলতঃ একজন সব্জি চাষী। তার ফসলের বৈচিত্র্য বজায় রাখতে তিনি অনান্য শস্য চাষেও সমান মনোযোগী। প্রসেনজিৎ বাবু জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি প্রতি বছরে ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পান। তার ভাষায় এই অর্থ তাঁর চাষের খরচে বিরাট সাহায্য করে। বীজ, সার, কীটনাশক কিংবা কৃষি শ্রমিকের খরচ - সব ক্ষেত্রেই, এই টাকা তাকে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। ঠিক তেমনি এক নিরলস পরিশ্রমী জনজাতি কৃষক বিশুরাম দেববর্মা, যিনি জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অধীন কৈয়াচাঁনবাড়ী ভিলেজ কমিটি এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘ দিন ধরেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। তিনি মূলতঃ জুম ও মিশ্র কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ কৃষি কাজে ব্যয় করেন। এই সহায়তা না থাকলে চাষের খরচ মেটানো আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত। বিশুরাম দেববর্মার মতো অনেক জনজাতি অংশের কৃষক আজ এই প্রকল্পের সুফল পেয়ে নতুন করে গড়ে তুলেছেন নিজেদের স্বপ্ন ও আগামী ভবিষ্যৎ।

গত ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার ২০তম কিস্তির অর্থ সরাসরি দেশের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেন। এই অর্থ স্থানান্তরের মধ্যদিয়ে কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার আরও একবার পূর্ণতা পায়। এই উপলক্ষে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার রাণীরবাজার পুর পরিষদ এলাকার কৃষক মরন দেবনাথ ও চন্দন দেবনাথ এবং মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক নারায়ণ রুদ্রপাল ও হারাধন রুদ্রপালরা খুবই খুশি তাদের মতে প্রাপ্ত অর্থ কৃষিকাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মহতী উদ্যোগ আমাদের জীবন যাত্রার মান বদলে দিয়েছে। এই কর্মসূচি একদিকে যেমন কৃষকদের আর্থ ও সামাজিক মান উন্নয়ন করছে, তেমনি আধুনিক কৃষির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

*****